ম্যাকিন্টশে বাংলা-যুদ্ধ

জাভেদ ইকবাল

কমপিউটারে বাংলার প্রচলনের প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে কমপিউটার জগৎ-এ আগে অনেক লেখা হয়েছে, কোন সন্দেহ নেই, ভবিষ্যতে আরো হবে। তবে সাম্প্রতিককালে ঢাকা তথা বিশ্বের বাংলা ব্যবহারকারীরা এক নতুন মেরুকরণের মুখোমুখি হয়েছেন। এই প্রবন্ধে এর কিছুটা ইতিহাস, বর্তমান ও ভবিষ্যত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত দিক আলোচনার অবকাশ এই স্বল্প পরিসরের প্রবন্ধে নেই, তবুও আইনগত ভিত্তির আলোচনায় কিছুটা প্রযুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে।

অতীত : কমপিউটারে বাংলা এসেছে অনেক আগেই। বাংলাদেশের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাতেই 'বিজয়' ব্যবহার হয়ে আসছে। (আমার জানা মতে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম মাসিক কমপিউটার জগৎ, যারা শহীদলিপি ব্যবহার করেন)।

তারপর এলো 'অনির্বাণ' আর 'বর্ণ' i80 x 86 ভিত্তিক কমপিউটারের ব্যবহারকারীদের জন্য সুবাতাস নিয়ে। (যদিও 'আবহ' অনেক আগে থেকেই প্রচলিত, বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আবহ অপ্রাসঙ্গিক)।

অনির্বাণের আবির্ভাবের সাথে সাথেই শুরু হলো সংঘাত। জনাব মোস্তফা জব্বার দাবী করলেন, তার কী-বোর্ড লেআউট বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। তার দাবীতে কিছুটা সারবত্তাও আছে: বিজয় আর অনির্বাণ, দুটোতেই যুক্তাক্ষর গঠন করার জন্য 'G' অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়। তারপর এলো বর্ণ —একই সাথে ব্যবহারকারীদের তিনটি কীবোর্ড লেআউট ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে। তারমধ্যে একটি কী-বোর্ড বিজয়। বিজয় উদ্ভাবকের পক্ষ থেকে আবার আপত্তি উত্থাপন করা হলো, বর্ণ-এর বাজারজাতকারীদের কাছে গেল কড়া ভাষায় চিঠি।

বর্তমান : অনির্বাণ ও বর্ণের বিরুদ্ধে সবচাইতে সোচ্চার ছিলেন বিজয়-এর উদ্ভাবক, আনন্দ কমপিউটার্স। তার সাথে সহযোগী ছিলেন বাংলাদেশে এপল কমপিউটারের বাকি তিন ডিলার ও এপলের তৎকালীন একমাত্র পরিবেশক সাইটেক।

বাংলাদেশে এপল কমপিউটার বিক্রির জন্য বর্তমানে নির্বাচিত ডিলার হচ্ছে সাইটেক ও আনন্দ কমপিউটার্স। উক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান এখন সরাসরি বাজারজাত করছে এপল সামগ্রী। যেহেতু বিজয় আনন্দ কমপিউটার্সের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পত্তি (Intellectual Property) স্বাভাবিক ভাবেই সাইটেক চেয়েছে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর নির্ভরশীল না থাকতে। তার ফলশ্রুতি : 'বসুন্ধরা'। যেভাবে আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস হাতের কাছে রাখি, আর অল্প ব্যবহৃত জিনিস দূরে, ঠিক একইভাবে কমপিউটার কী-বোর্ড ও গঠন করা হয়। সবচাইতে বেশী ব্যবহৃত অক্ষর রাখা হয় তর্জনী ও মধ্যমার নীচে, দুই প্রান্তে রাখা হয় অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত অক্ষরসমূহ (এখানে বলে নেয়া ভাল, আমাদের রোজকার ব্যবহার করা QWERTY কী-বোর্ড, শুনে অবাক হবেন, বিজ্ঞানসম্মত নয়। সঠিকভাবে গঠিত কী-বোর্ড আগের যান্ত্রিক টাইপরাইটারের যুগে টাইপিস্টের গতির সাথে তাল মেলাতে পারতো না, আটকে যেত। তাই ইচ্ছা করে E, A এবং আরো কয়েকটি দরকারী বর্ণ এমনভাবে বসানো হয়েছিল যাতে টাইপিস্ট টাইপরাইটারের যান্ত্রিক দক্ষতার সীমারেখার ভেতর কাজ করতে বাধ্য হয়। DVORAC নামে একটি কী-বোর্ড সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরী, তবে বাংলাদেশে এর ব্যবহারের কথা এই লেখকের জানা নেই (দুষ্ট লোকে আরো বলে থাকে, QWERTY আসলে তৈরী করা হয়েছিল যাতে বিক্রেতারা TYPEWRITER কথাটি এক ঝলকে টাইপ করে ক্রেতাকে মুগ্ধ করতে পারে, সে জন্যে)।

বিজয়, অর্নিবাণ, বর্ণ ও সবশেষে বসুন্ধরা, সব তৈরী করা হয়েছে বর্ণের ব্যবহার্যতা যাচাই করে। তবে বসুন্ধরা সবার চাইতে এগিয়ে আছে দুটি দিকে: বর্ণ-মান বিন্যাস ও বহু আবহ ব্যবহারে।

বর্ণ-মান বিন্যাস : বিভ্রমের ভয় আছে জেনেও এই কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ বাংলা কী-বোর্ডের ক্ষেত্রে ASCII কথাটির ব্যবহারে লেখকের আপত্তি আছে। বাংলা একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ভাষা, ইংরেজীর চাইতে এতে বর্ণের সংখ্যা অনেক বেশী। ASCII-এর ওপর ভিত্তি তৈরী বলেই এতগুলো বিভিন্ন বাস্তবায়ন (Implementation) থাকা সত্ত্বেও এই বাংলায় বর্ণক্রমবিন্যাস (SORTING) সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি একটি অভিধান।

'বসুন্ধরা' তৈরীর সময় এই ফাঁদ সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম মেনে আভিধানিক ক্রমানুসারে এই কী-বোর্ড বিন্যাসে বিভিন্ন বর্ণগুলিকে সংখ্যামান দেয়া হয়েছে। যে কারণে সঠিক বর্ণক্রমবিন্যাস ও অভিধান খুব অল্পদিনের ভেতরেই হাতে পাওয়া সম্ভব হবে।

বহু-আবহ ব্যবহার : (Multi-Platform Application) কিছুদিনের ভেতরেই 'বসুন্ধরার' উইন্ডোজ সংস্করণ বাজারে আসছে। হয়তো এক্স-উইণ্ডোজ বা মোটিফ সংস্করণও আমরা ১৯৯৩-র ভেতরে পাবো। এখন একে থামানো অন্যদের জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে উঠবে।

ভবিষ্যত : সাইটেক ও বাংলা একাডেমীকে বিজয় উদ্ভাবক উকিল-নোটিশ পাঠিয়েছেন, কারণ 'বসুন্ধরা' প্রায় তার কী-বোর্ডের মত। পাঠক, আসলে এই 'প্রায়' কিন্তু বিরাট তফাৎ। কারণটা প্রযুক্তিগত। যদিও দুটি বিন্যাসই বর্ণ ব্যবহার্যতা মেনে করা হয়েছে, বর্ণ-মান আসলে ভিন্ন। আর বাহ্যিক মিল যে কপিরাইট ভাঙ্গে না, তার বিরাট উদাহরণ ফক্সবেস বনাম ডিবেস ও এপেল বনাম মাইক্রোসফট মামলা দুটি।

শেষ কথা অবশ্যই বলবেন ব্যবহারকারীরা। যেটি ব্যবহার সহজ, যার ফন্ট ভাল, সেটাই বাজারে চলবে। বিজয়ের ব্যবহার ভিত্তি (Installed base) বিরাট, তবে এতে ৭০টি যুক্তাক্ষর গঠন করা যায় না। বসুন্ধরা/একাডেমী কী-বোর্ড নতুন, তবে এর পেছনে রয়েছে সাইটেকের মত প্রতিষ্ঠান, সর্টিং ও অভিধানের প্রতিশ্রুতি এবং মুক্তাঙ্গন (Public domain software) প্রযুক্তি। আর যদি কখনো মামলা ওঠে এ নিয়ে? এশটন-টেট হেরেছে, এপল হেরেছে। সম্পূর্ণ আলাদাভাবে, তথ্যসমৃদ্ধ প্রস্তুতি-ইতিহাস (Development history) থাকলে সফটওয়্যার নিয়ে কপিরাইট মামলা যুক্তরাষ্ট্রে চলে না, তাই মাইক্রোসফট ডিজিটাল রিসার্চের বিরুদ্ধে ডি-আর ডস নিয়ে মামলাই করেনি। (উৎসাহী পাঠক Software Clean Room : A Guide ot documentation or How to stay away from the courts বইটি পড়ে দেখতে পারেন)

এপলের বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন মাইক্রোসফটের এক আইনজীবীর উক্তি দিয়ে শেষ করছি— 'চাকা গোল হবেই। কেউ যদি চাকা পেটেন্ট করে বলে, আপনারা ছয় কোণা বা আটকোণা চাকা বানান, তবে সেটা যতখানি হাস্যকর হবে, GUI অন্যরকম হতে হবে বলাও তাই।'

বাংলা কী-বোর্ড সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

ANANTA JOTI

COMPOSE
&
LASERPRINTING

ALSO

For Sales , Rent , Services & Data Entry

TOP OF THE TIME

Please 815445
Call 814253

ANANTA JOTI GROUP :
- M/S ANANTA JOTI (COMPUTER & GENERAL SUPPLIERS)
- M/S ANANTA JOTI MULTIMETALS (TV. ANTENNA & PLASTIC GOODS)
- M/S ANANTA JOTI SECURITY (PRIVATE SECURITY, GARDENER & LABOUR)

HEAD OFFICE : Baitush Sharaf Mosque
149/A, Airport Road,Dhaka - 1215

BRANCH OFFICE : Lion Shopping Centre
73, Airport Road (2nd Floor), Dhaka.